আজকাল

May 11, 2003

এই সময়

প্রোজেক্ট গার্জিয়ান অভিনব!

একটি ছোট্ট তথ্য। তথ্যটি সমীক্ষালব্ধ ফলাফল। চাকুরিয়ার অ্যাডুজ হাইস্কুলের অধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে ওই স্কুলের ৯-১৫ বছর বয়সী ৩১৬ জন ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। দেখা গেছে ৫ জনের রক্তাল্পতা, ১ জনের উচ্চ রক্তচাপ, ৫৭ জনের অ্যাবিজ বা একধরনের চোখরোগ, ৩৫ জনের ক্রনিক ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা, ৬৭ জনের কৃমি, ১২ জনের স্বাভাবিকের তুলনায় ওজন কম, ৩ জনের অতিরিক্ত ওজন, ৩৫ জনের ব্যবহারজনিত মানসিক সমস্যা আছে। পরীক্ষাটি চালিয়েছিলেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞসহ একদল অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দল, নিবস (National Institute of Behevioural Sciences) -এর পরিচালনায়।

একইভাবে ক্রিশ্চান মেডিকেল কলেজ, ভেলোর-এর সাইকিয়াট্রি বিভাগের প্রধান ডাঃ ভার্গিজ ৭৪৭ জন শিশুর ওপর সমীক্ষা করে দেখেছেন, কম বেশি প্রায় সবাই (৮১.৭ শতাংশে) কোনও না কোনও মানসিক সমস্যায় ভুগছে।

ছবি : দীপক দত্ত

আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে শিশু মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা বা সমীক্ষা একেবারেই নতুন। নিবসের সম্পাদক ডাঃ কেদাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, 'উন্নত দেশে মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশের বয়স ১৫ বছরের নিচে হলেও আমাদের দেশে সেই সংখ্যাটা শতকরা ৪০-এরও বেশি। অথচ শিশু চিকিৎসার বিষয়টি এখনও যথেষ্টই অবহেলিত। শিশু মনের অবস্থা বোঝার ব্যবস্থার কথা তো দূর অস্ত।' জ্রুত শিল্পায়ন, নগরায়ন ও বিশ্বায়ন আমাদের জীবনে চলার ছন্দ পরিবর্তন করে দিচ্ছে। দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন মানসিক সমস্যা— উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, টেনশন, অনিদ্রা ইত্যাদি। শিশুরাও এর বাইরে নয়। স্কুলের পরীক্ষায় ভাল ফল করার চাপ, স্কুলে পড়ার চাপ, স্কুলের বাইরে আঁকার স্কুল, টিউশন, সাঁতার, আবৃত্তি, গান, নাচ, ক্রিকেট বা ফুটবল কোচিংয়ের চাপ শিশু মনের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত করছে। এই ক্ষতবিক্ষত মনের অধিকারী শিশুরাই কিন্তু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। ফলে অদূর ভবিষ্যতে এক ধরনের বিশেষ ব্যবস্থায় আমরা পৌঁছতে চলেছি যেখানের বেশিরভাগ মানুষই মানসিক সমস্যায় জর্জরিত থাকবেন। অথচ আমরা যদি এখনই একটু উদ্যোগ নিই, তাহলে এই সমস্যাকে অনেকটাই দূরে ঠেলে দিতে পারব। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় কলকাতার বুকে নিবস চালু করতে চলেছে একটি বিশেষ ব্যবস্থা। নিবসের সম্পাদক মনোবিদ ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'প্রোজেক্ট গার্জিয়ান' নামে এই বিশেষ প্রকল্পটি বিধাননগরের পাঁচটি স্কুলে চালু হচ্ছে।' কী থাকছে এই প্রোজেক্টে? ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, 'স্কুলের প্রতিটি ছাত্রের হেল্থ চেক আপ করে একটি কার্ড দেওয়া হবে। সেই কার্ডে ছাত্রটির যাবতীয় তথ্য উল্লেখ করা থাকবে। বাবা-মায়ের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম, বাড়ির চিকিৎসকের নাম, রক্তের গ্রুপ, কোনও ক্রনিক অসুখ আছে কি না, কী ধরনের ওষুধ বর্তমানে খাচ্ছে ইত্যাদি ওই কার্ডে থাকবে। দ্বিতীয়ত প্রতিটি ছাত্রের সাইকোলজিকাল টেস্ট করে তার পড়াশোনায় মনোযোগিতা ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে। তৃতীয়ত থাকছে ২৪ ঘণ্টা হেল্প লাইন ৯৮৩০০-২৭৯৭৬; চতুর্থত বাৎসরিক চোখ পরীক্ষার ব্যবস্থা, বাৎসরিক দাঁত পরীক্ষার ব্যবস্থা। পঞ্চমত স্কুল চলাকালীন 'অন কল মেডিকেল টিম'। ষষ্ঠত স্কুল চলাকালীন অক্সিজেন, চিকিৎসক ও প্রয়োজনীয় ওষুধ-সহ অ্যাম্বুলেন্স, সপ্তমত স্কুল ছাত্রের বাবা-মায়েরাও প্রয়োজনে চিকিৎসকের সঙ্গে ছাত্রসম্পর্কিত আলোচনা করতে পারবেন, অষ্টমত প্রতিটি ছাত্রের ১৫,০০০ টাকার মেডিক্লেম, সর্বোপরি থাকছে একটি ওয়েবসাইট www.project guardian.org যেখানে ক্লিক করলেই ফুটে উঠবে স্কুল, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের যাবতীয় তথ্য। পাওয়া যাবে পরীক্ষার আগের টিপস। থাকছে সেই ওয়েবসাইটে ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবি, লেখা প্রদর্শনের ব্যবস্থা। এ ছাড়াও আরও একগুচ্ছ সুবিধা।

ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় এই প্রোজেক্টটি সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাভাবনা থেকে তৈরি হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব অসীম বর্মন-সহ প্রত্যেকেই বিষয়টি বাস্তবায়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, স্কুলে পড়ার পাশাপাশি প্রাথমিক চিকিৎসার প্রথম পাঠ দেওয়া হবে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের।

যেহেতু স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে কাছে পাচ্ছে চিকিৎসকদেরও, তাই তাদের পড়াশোনার পাশাপাশি মানসিক ও শারীরিক গঠনও ভবিষ্যতের সুনাগরিক হয়ে ওঠার রসদ পাবে এই প্রোজেক্ট গার্জিয়ানের মাধ্যমে।

শুচিস্মিতা চক্রবর্তী